

ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান

অনেকেই বলে থাকেন ধর্ম হচ্ছে অন্ধ-বিশ্বাস আর বিজ্ঞান হচ্ছে আলোকিত-বিশ্বাস, তাই একে অপরের সাথে মেশানো যাবে না। বিজ্ঞান যে আলোকিত-বিশ্বাস সেটা নিয়ে তো কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু ‘ধর্ম মানেই যে অন্ধ-বিশ্বাস’ এই ‘অন্ধ-বিশ্বাস’ আবার তাদের মনে কে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেটা তারা সহজে বলতে নারাজ। কিছু লোক বিষয়টি নিয়ে ভেবে বা না ভেবে তোতা পাখির মতো বার বার বলে আসছে, *না না না ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে মেশানো যাবে না!* কিন্তু কেন মেশানো যাবে না তার স্বপক্ষে তেমন কোন যুক্তি উপস্থাপন করা হয় না! আরে বাবা ‘ধর্ম’ ও ‘বিজ্ঞান’ কি ‘পানি’ ও ‘চিনি’ যে এখানে মেশানো বা না মেশানোর প্রশ্ন আসবে!

আপনার বাবা হয়তো একজন মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বাবা ডেকে এসেছে, আপনিও হয়তো একজন মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বাবা ডেকে আসছেন, আর আপনার সন্তানেরাও হয়তো একজন মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বাবা ডেকে আসছে! *সেই অর্থে এই পৃথিবীর সবায় একেক জন অন্ধ-বিশ্বাসী! সুতরাং কোন মানুষকেই বিজ্ঞানের সাথে মেশানো যাবে না!* ব্যাপারটা কেমন শুনায়?

আমাদের এলাকাতে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি সংক্ষেপে এরকম। এক লোক কখনও নামাজ পড়ে না। পাশের বাড়ির এক নামাজি মাঝে মধ্যেই তাকে নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করে! কিন্তু সে শুনেও না শোনার ভান করে এড়িয়ে যায়! একদিন সেই নামাজি কিছুটা হাত জোড় করেই তাকে নামাজ পড়তে যেতে বলেছে। সেও সেদিন অনুরোধে ঢেকি গেলার মতো সাথে গিয়েছে। নামাজ শেষে নামাজিটা তাকে জিজ্ঞেস করেছে, “ওহ, তুই তো মনে হয় নামাজ পড়ার নিয়ম-কানুন জানিস না! আমিও তোকে বলতে ভুলে গিয়েছি! তা তুই কিভাবে নামাজ পড়লি?” সে উত্তরে বলেছে, আমি সবার সাথে বডি মুভমেন্টে তাল মিলিয়েছি আর মনে মনে বলেছি :

হামিও নামাজ পড়মো না, তুইও ছাড়বু না..... আল্লা হুয়াক্বার!

‘ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান’ নিয়েও ব্যাপারটা কিছুটা সেই গল্পের মতোই হয়েছে! একদল যেমন কোনভাবেই ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খুঁজতে দেবে না (এ আবার ক্যামন আবদার বাবা!), আরেকদলও নাছোড়বান্দা! তাহলে কী করা যায়? এ বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু কথা আছে। যারা বলে ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান ‘আছে’ আর যারা বলে ‘নেই’ - এই দু’গ্রন্থকে আমি একই কাতারে ফেলি! কারণ উভয় গ্রন্থের কথা-ই লজিক্যাল না! কারণগুলি অতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নেই যেখানে বলা আছে যে, কোন প্রফেট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন!
- ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নেই যেখানে বলা আছে যে, কোন প্রফেট নিজেকে কখনও বিজ্ঞানী বলে দাবী করেছেন বা কোন প্রফেটকে সমসাময়িক সময়ে বিজ্ঞানী বলা হয়েছে!
- সুতরাং উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিটারাল অর্থে কোন প্রফেটকে ‘বিজ্ঞানী’, ধর্মগ্রন্থকে ‘বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ’, ‘ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান আছে’, ‘ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান নেই’ ইত্যাদি কথাগুলোর তেমন কোন লজিক্যাল ভিত্তি নেই!

তাহলে মানুষ এসব নিয়ে অযথায় আগডুম-বাগডুম করে কেন? কী-ই বা তার ভিত্তি? আসলে কে কী বললো সেই চিলের পেছনে না দৌড়ে ব্যাপারটি বরং স্পষ্ট করে বলা যাক। সঠিকভাবে বলতে গেলে যা বলতে হবে তা কিছুটা এরকম :

- আর দশ জনের মতোই প্রফেটরাও চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন, তারা সবায় (ধর্ম)গ্রন্থ-ও লিখে গেছেন।
- মানুষ শুধু এটুকুই বলতে পারে যে, (ধর্ম)গ্রন্থে কিছু কিছু বিষয়ের উপর 'টপিক/আইডিয়া' আকারে হিটস্ দেওয়া আছে। তবে সেই টপিক/আইডিয়া গুলো বৈজ্ঞানিক কি না সেটা বলা সম্ভব না, তার কারণ হচ্ছে *টপিক/আইডিয়া কখনও সরাসরি বৈজ্ঞানিক হয় না!*
- যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই টপিকের উপর বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই টপিক ভ্যালিড কি না তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। যখনই একটি টপিক বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্যালিড প্রমাণিত হবে তখনই কেবল সেই টপিক'কে 'বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্যালিড টপিক' বলা যেতে পারে।
- যেখানে বিজ্ঞান একটি চলমান বিষয় (নিয়মিত আপডেট হচ্ছে), সেখানে (ধর্ম)গ্রন্থ একটি স্থিতিশীল বিষয়। *সুতরাং খুবই স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞান-ই সব-সময় লিডে থাকবে।* কোন একটি টপিক বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্যালিড প্রমাণিত হওয়ার পর কোন (ধর্ম)গ্রন্থে সেই টপিকের উপর কিছু হিটস্ দেওয়া থাকলে সেই (ধর্ম)গ্রন্থের ফলোয়াররা দাবী করতে পারেন এই বলে যে, (ধর্ম)গ্রন্থে উল্লেখিত টপিকের সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোন দ্বন্দ্ব নেই (লজিক্যালি, এই ধরনের দাবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরেই আসবে, আগে নয়! আর পরে আসছে বলে সেটা নিয়ে উলুজাগর দেওয়ারও কোন কারণ দেখি না!)। এবার ঠিক আছে। *পিরিয়ড।*

তবে কোন (ধর্ম)গ্রন্থে যদি সেই টপিকের উপর স্পষ্ট হিটস্ দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ না হলেও কিছু ক্রেডিট সেই (ধর্ম)গ্রন্থের দিকে অবশ্যই যাওয়ার কথা (তবে এ নিয়ে বাড়াবাড়ির কিছু নেই), যদিও সেই (ধর্ম)গ্রন্থ থেকে টপিক/আইডিয়া কপি করা হয়েছে কি না সেটা মোটেও কোন ইস্যু নয় (বিশ্বাস না হলে যে কোন জার্নালের এডিটর/রিভিউয়ারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন)। কপি করা যে হয়নি তারই বা প্রমাণ কি? এ জন্যই ধরে নেওয়া হয় যে কপি করা হয়েছে। কারণ একটি বিষয়ে রিসার্চ করতে গেলে সেই বিষয়ের উপর যথাসম্ভব লিটারেচার সার্ভে করা হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হয়। ধরা যাক, একটি নতুন আইডিয়ার উপর একজন পেপার লিখে ১৯৮০ সালে পাবলিশ করলেন। এবার আগের জন থেকে কোন কপি না করেও অন্য একজন যদি একই আইডিয়ার উপর একটি পেপার লিখে ১৯৯০ সালে পাবলিশ করতে যায় এবং এডিটরের মাথায় যদি আগের পেপারের খবর থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্ল্যাগিয়ারিষ্ট হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। যদিও বেচারী হয়তো আগের পেপার সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না! কারণ একই আইডিয়া একের অধিক জনের মাথায় আসতেও তো পারে। কিন্তু এডিটরের কাছে তার কোন ভ্যালু নেই!

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, (ধর্ম)গ্রন্থ লিটারেচার সার্ভের মধ্যে আসতে পারে কি না। আমার উত্তর হচ্ছে, কেন না? লিটারেচার সার্ভের আবার কোন ধরা-বাধা নিয়ম-কানুন বা লিমিটেশন আছে নাকি? আর আগেই বলেছি, *টপিক/আইডিয়া কখনও সরাসরি বৈজ্ঞানিক হয় না!* ফলে (ধর্ম)গ্রন্থকে আর দশটি গ্রন্থের মতো ধরে নেওয়া যাবে না কেন? *(ধর্ম)গ্রন্থের লেখক'রা কি মানুষ না? তাদের কি জ্ঞান-বুদ্ধি ছিলো না?* কেন অযথায় এই বিদেষ!

রায়হান

13-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com